অন্যায়ের প্রতিবাদ ও মুক্তির দাবী-

আকাশ মালিক

প্রথম আলো পত্রিকার ম্যাগাজিন ‘আলপিন’ এ মুহাম্মদ নামযুক্ত একটি ছোট্ট কার্টুন দেখে বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভুতিতে আগুন লেগে গেছে। মুহাম্মদের আহ্লাদে তাদের অন্তরগুলো ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। দানা-পানির দরকার নেই মনের আগুন নেভাও। সরকার যদি সে আগুন নেভাতে না পারে সারা দেশে তারা আগুন ধরিয়ে দেবে। সে আগুন নেভানোর দায়ীত্ব নিয়েছে সরকার। বায়তুল মোকারমের খতিব, যে মুক্তি-যোদ্ধাদেরকে গাদ্দার বলেছিল ও তার মতো দেশদ্রোহী, জঙ্গী মদদ-দাতা মৌলবাদীদের সামনে নতজানু হয়ে সরকার বল্লো- ‘আমার মাথা নত করে দাও তোমার চরণ ধুলোর তরে’। অভিযুক্ত ব্যক্তি আরিফুর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহী কোন কাজ করেন নি, রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি করেন নি, কারো গায়ে হাত তোলেন নি, কারো সম্পদ হরণ করেন নি। সুযোগ এসেছিল, এ ব্যাপারে সরকার বা রাষ্ট্রের সঠিক অবস্থান জানিয়ে দেয়ার। সরকার বলতে পারতো, এ দেশে ধর্মীয় উম্মাদনা বরদাশ্ত করা হবে না। কোন ধর্মের পাহারাদারী করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। বহুদিন পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সময়ে আরো একবার সুযোগ এসেছিল, এই ধর্মীয় উম্মাদনা চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার। সদ্য স্বাধীন দেশে আবেগাপ্লুত শেখ মুজিব ধর্ম-রাজনীতি বন্ধ করেছিলেন সত্য, কিন্তু ধর্মীয় অনুভুতির তাড়নায়, হুজুগ ও আবেগের বশে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে মাদ্রাসা বোর্ডগুলোকে অনুদান দিয়েছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় আবেগ-অনুভুতি একটি রাষ্ট্রের জন্যে কেমন ভয়বহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, বাংলাদেশের ছত্রিশ বৎসরের ইতিহাস তার প্রমান। মাদ্রাসা থেকে কি উৎপন্ন হয়, দেশের কল্যাণে তাদের কি অবদান, দেশের অকল্যাণে এরা কেমন সক্রীয় তা বাংলাদেশের মানুষ আপন দুটো নয়ন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান বা অন্য কোন ধর্মের নবী কিংবা দেবতার ওপর এরকম এক লক্ষ চবিবশ হাজার কার্টুন যদি কোন পত্রিকায় ছাপা হয় কেউ টু শব্দটিও করবে না। মুসলমানদের কলিজায় একটুতেই ক্ষণে-ক্ষণে সুনামীর সৃষ্টি হয় কেন, এ প্রশ্ন অনেকের। ইসলাম যে বিষাক্ত বিস্ফোরক উপাদানের তৈরী তা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মাঝেমাঝে প্রমান করতে হয়। রাষ্ট্রের কোন ধর্ম নেই ‘ধর্মীয় অনুভুতি’ রোগও নেই। একজন মেধাবী নবীন কার্টুনিষ্ট যার সামনে ছিল উজ্জল ভবিষ্যতের সপ্ন তাকে বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়ে অত্যন্ত দায়ীত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে সরকার। অন্যায়ের সম্মুখে মাথানত করে বিবেকহীনতার পরিচয় দিয়েছেন প্রথম আলোর সম্পাদক মন্ডলী, দেশের তথাকথিত সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজিবীগণ।

স্বদেশে বিদেশে অবস্থানরত মুক্ত-মনা, মুক্তবুদ্ধীচর্চাকারী, মানবতাবাদী সকলের কাছে সবিনয় নিবেদন করছি, আসুন আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে আরিফুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানাই।